সংবাদ

তারিখ ... 22 AUG 2016 ...
পৃষ্ঠা ৩ ... কলাম ... ৪

ভাঙন কবলিত দুটি স্কুল ভবনের মালামাল আত্মসাৎ

প্রতিনিধি, উলিপুর (কুড়িগ্রাম)

কুড়িগ্রামের উলিপুর উপজেলার দুটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবনের টিন, লোহার এ্যাংগেলসহ মালামাল আত্মসাৎ করা হয়েছে। বিদ্যালয় ভবন না থাকার গত মে মাস থেকে শিক্ষার্থীদের মাঝে পাঠদানও বন্ধ রয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ সুত্রে জানা গেছে উপজেলার বজরা ইউনিয়নে ২নং খামার দামার হাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি ২০১২ সালে ১৭ লাখ টাকা ব্যয়ে এবং ১নং খামার দামার হাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি ২০১৩ সালে ১৭ লাখ টাকা ব্যয়ে চরপ্যাটানে বিদ্যালয় ভবন নির্মান করেন এলজিইডি উলিপুর উপজেলা। বরাদ্দের অর্থ হরিলুট করার কুমানসে ভাঙন কবলিত এলাকায় অপরিকল্পিতভাবে ১নং খামার দামার হাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি নির্মাণ করা হলে ২মাসের মধ্যে তা নদীতে বিলিন হয়ে যায়। অপর ২নং খামার দামার হাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ২০১৫ সালে নদীতে বিলিন হয়ে যায়। নদীভাঙনের শিকার এ দুটি বিদ্যালয় নদীর পূর্ব প্রান্তে জনবসতি এলাকায় প্রতিস্থাপনের নির্দেশ থাকলেও বিদ্যালয় দুটির ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ও স্ব-স্ব বিদ্যালয়ের দায়িত্বরত প্রধান শিক্ষক নিজের ইচ্ছামতে জনবসতিহীন খামার দামার হাট চরাঞ্চলে বিদ্যালয় দুটি প্রতিস্থাপন করেন। গত ৭ আগষ্ট সরে জমিনে গিয়ে ১নং খামার দামার হাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কোন অস্থিত্ব পাওয়া যায়নি তবে সর্বশেষ গত শনিবার থেকে পুরাতন টিন কাঠ দিয়ে ৪ মাস আগে ধ্বসে পড়া বিদ্যালয়টি নির্মাণ করা হচ্ছে বলে জানা গেছে। ওই চরের একাধিক ব্যক্তি সংবাদকে জানিয়েছেন পূর্বের পুরাতন টিন ও কাঠ দিয়ে যেনতেনভাবে এখানে একটি ছোট আকারে ঘর নির্মাণ করা হলেও গত এপ্রিল মাসে সামান্য বাতাসে ধ্বসে পড়ে। তখন থেকে এ পর্যন্ত আর টিনসেড বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ করা হয়নি। এমনকি এখানে ভোট কেন্দ্র থাকলেও গত ২৮ এপ্রিল ইউপি নির্বাচনে পলিথিন টাঙিয়ে ভোট গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

অপরদিকে ২নং খামার দামার হাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি গত বছর তিস্তা নদী ভাঙনে পতিত হলে উপজেলা শিক্ষা কমিটির নির্দেশ মতে নদীর পূর্ব প্রান্তে জনবসতি এলাকায় নির্মাণের নির্দেশ দিয়ে স্থান নির্ধারণ করে দিলেও বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি আবদুল হাকিম ও ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মঞ্জুরুল ইসলাম তা অমান্য করে, নদীর পশ্চিম প্রান্তে ফাঁকা জনবসতিহীন চরে নিয়ে পুর্বের পুরাতন কাঠ ও টিন দিয়ে একটি ঘর নির্মাণ করে রাখেন। জনবসতিহীন চরাঞ্চল এলাকায় বিদ্যালয়টি স্থাপনের পর কিছু দিন সেখানে ২ জন শিক্ষক উপস্থিত হয়ে হাজিরা দিলেও কোন শিক্ষার্থী না থাকায় এখন আর শিক্ষকদের ওই বিদ্যালয়ে উপস্থিতি নেই, ফলে দীর্ঘদিন থেকে বসে থেকে বেতন ভাতা উত্তোলন করে আসছেন বলে এলাকাবাসীরা জানান। অভিযোগ সূত্র জানায় নদনদী বাহিত চরাঞ্চল এলাকার চরপ্যাটানে নির্মিত এ সব টিনসেড ভবন প্লান অনুযেই ভাঙ্গনে পতিত হলে খুব সহজেই এ সব বিদ্যালয় ভবন এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তরিত করে প্রতি নির্মাণ করার কথা প্লানে উল্লেখ থাকলেও তা না করে বিপরিত করা হয়েছে।

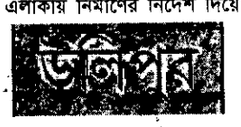

উলিপুর

এছাড়া ভাঙনের শিকার বিদ্যালয় দুটি জনবসতি স্থানে প্রতিস্থাপন না করে ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ও দায়িত্বরত প্রধান শিক্ষক নিজের খেয়াল খুশিমতে প্রায় বলা যায় জনবসতিহীন চরাঞ্চলে ভাঙাচেরা টিনকাঠ দিয়ে বিদ্যালয় দুটি স্থাপন করেন। সেই সঙ্গে দীর্ঘদিন থেকে এ দুটি বিদ্যালয়ে শিক্ষক উপস্থিতি না থাকায় পাঠদান বন্ধ রয়েছে এলাকার মানুষের এ অভিযোগ রয়েছে।

এ ব্যাপারে উপজেলা শিক্ষা অফিসার (ভারপ্রাপ্ত) মো. আবু সালেহের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি সংবাদকে জানান আমি সপ্তাহকাল থেকে দায়িত্বে আছি ২নং খামার দামার হাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মালামাল নিলামের মাধ্যমে বিক্রী করা হয়েছে বলে জানি। নিলামে অর্থের পরিমাণ মাত্র ৩০ হাজার টাকা, অপর বিদ্যালয়টির মালামাল জমা রয়েছে। দায়িত্বরত শিক্ষা অফিসারের ভাষ্যমতে সচেতন মানুষের মাঝে প্রশ্ন চরপ্যাটানে নির্মিত এ দুটি বিদ্যালয় নদী ভাঙনে পতিত হওয়ার পর যেখানে টিন, লোহার অ্যাংগেলসহ অন্যান্য মালামাল খুলে নিয়ে নতুন স্থানে প্রতিস্থাপন করার কথা, সেখানে তা না করে কিভাবে নিলামে বিক্রি করা হয়েছে এবং কোথায় কখন নিলাম বা বিক্রি হয়েছে এলাকার কোন মানুষ তা জানে না।

অপর বিদ্যালয়টির মালামাল কার হেফাজতে জমা রাখা হয়েছে তার কোন সঠিক জবাব নেই ঐ শিক্ষা অফিসারের। এছাড়া দীর্ঘদিন থেকে বিদ্যালয় দুটির শিক্ষকের কর্মস্থলে উপস্থিতি নেই, এ বিষয় ভারপ্রাপ্ত শিক্ষা অফিসার জানান ওই ক্লাস্টারের সহকারী শিক্ষা অফিসার বলতে পারবে আমি তার কাছে শুনে পরে জানাবো । উল্লেখ্য ২নং খামার দামার হাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য আবারও নতুন করে ভবন নির্মাণে বরাদ্দ হওয়ায় আগের সেই ভবন এর মালামাল আত্মসাতের কৌশল হিসাবে নিলাম দেখানো হয়েছে বলে অভিযোগ সূত্র জানায়।